১৪

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...28 NOV 1997...
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৫

তদন্ত কমিটির রিপোর্ট ঃ অধ্যক্ষকে বরখাস্ত করা হচ্ছে ঃ স্কুল বন্ধ ঘোষণা

আইডিয়াল স্কুলে 'নিলামে' ছাত্র ভর্তি নিয়োগে অনিয়ম ঃ দুর্নীতি, প্রতারণা

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥ রাজধানীর নামি এবং প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আইডিয়াল স্কুলে প্রচলিত নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করে নিলাম পদ্ধতিতে ডোনেশন নিয়ে ছাত্র ভর্তি করা হয়। নিলামে সবচেয়ে বেশি টাকা যে ছাত্রের অভিভাবক দিতে পারেন তাকে ভর্তি করা হয়। নিলাম করে একজন ছাত্রের অভিভাবকের কাছ থেকে ৭০ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করার দৃষ্টান্তও আছে। এ সকল অভিযোগে অধ্যক্ষকে বরখাস্ত করা হচ্ছে।

আইডিয়াল স্কুল সম্পর্কে এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য জানা গেছে সরকার গঠিত একটি তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন থেকে। তদন্ত প্রতিবেদনটি গত ২৪শে নভেম্বর শিক্ষা সচিবের কাছে পেশ করা হয়েছে। জানা গেছে, গত কয়েক বছর ধরে আইডিয়াল স্কুলের কার্যক্রম ও প্রধান শিক্ষকের দুর্নীতি সম্পর্কে বিভিন্ন মহল থেকে অসংখ্য অভিযোগ পাওয়ার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। ৪ সদস্যের এই কমিটি কয়েকদিন ধরে সরজমিন পরিদর্শন এবং দলিল–পত্র পরীক্ষা করে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্নীতির তথ্য উদ্‌ঘাটন করে। তদন্ত কমিটি বিভিন্ন তথ্য উল্লেখ করে দুর্নীতি–অনিয়মের সুস্পষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। তদন্ত প্রতিবেদনে ডোনেশন নিয়ে ছাত্র ভর্তির বিষয় উল্লেখ করে বলা হয় ঃ ডোনেশনের অর্থের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কোন নীতিমালা নেই এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির পূর্বসিদ্ধান্ত ছাড়াই ডোনেশন গ্রহণ করা হয়। প্রধান শিক্ষক নিজেই নিলাম পদ্ধতির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীর অভিভাবক–দের কাছ থেকে ডোনেশন আদায় করেন। ১৯৯০ সাল থেকে অল্প কয়েকজন ছাত্রছাত্রী ছাড়া ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ডোনেশন বাবদ নগদ টাকা প্রধান শিক্ষক নিজেই গ্রহণ করেছেন।

১৯৯৫ সালে ২য় শ্রেণীতে ভর্তির জন্য ছাত্র নাফিজুর রহমানের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা নেয়া হয়। একই বছর একই ক্লাসে ভর্তির জন্য ছাত্র নাদেরুজ্জামানের কাছ থেকে নেয়া হয়েছে ৭০ হাজার টাকা। ডোনেশনের টাকা ঠিকমতো ব্যাংকে জমা না হওয়ারও প্রমাণ পেয়েছে তদন্ত কমিটি। ডোনেশন বাবদ আদায়কৃত বিপুল পরিমাণ টাকা ব্যাংকে জমা করা হয়নি বলে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

শুধু তাই নয়, অনেক সময় সাধারণ নিয়ম লংঘন করে বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীকে ডোনেশন নিয়ে ভর্তি করা হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে শূন্য আসনের চেয়ে অনেক গুণ বেশি ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে ডোনেশন নিয়ে। ১৯৯৬ সালে বনশ্রী শাখায় ১ম থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত শতকরা ৮০ ভাগ ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়েছে ডোনেশন নিয়ে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ১৯৯১ সালে ৫টি শূন্য আসনের স্থলে ১৬৭ জন, '৯২ সালে ৬৩ আসনের স্থলে ১৪৭ জন, '৯৩ সালে ৭৯টি আসনের স্থলে ১৪৩ জন, '৯৫ সালে ৭১টি শূন্য আসনের স্থলে ১০৬ জন, '৯৬ সালে ৬৯টি আসনের স্থলে ২২৯ জন ছাত্রছাত্রী ডোনেশন নিয়ে ভর্তি করা হয়েছে। এর ফলে বিপুলসংখ্যক গরিব মেধাবী ছাত্রছাত্রী আইডিয়াল স্কুলে ভর্তি হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়। এক্ষেত্রে প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয়টিকে মেধা যাচাইয়ের পরিবর্তে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচালনা করেছেন। আইডিয়াল স্কুলে শুধু স্কুল ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৭

স্কুল ঃ তদন্ত কমিটি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ডোনেশন নিয়েই নয়, শিক্ষক নিয়োগ, উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং প্রধান শিক্ষকের চাকরির মেয়াদ বর্ধিত করা নিয়েও চরম অনিয়ম ও প্রতারণার আশ্রয় নেয়া হয়েছে। বেআইনিভাবে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। নিয়ম লংঘন করে প্রধান শিক্ষক কলেজের অধ্যক্ষ পদবি ব্যবহার করছেন বলে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রতিবেদনে বলা হয় ঃ প্রধান শিক্ষক শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন ছাড়াই '৯৫–এর ১লা জানুয়ারি থেকে আজ পর্যন্ত প্রধান শিক্ষকের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। তাই তাকে অবিলম্বে প্রধান শিক্ষকের পদ থেকে অপসারণ করার জন্য তদন্ত কমিটি সুপারিশ করেছে।

শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে–অনিয়ম দুর্নীতির প্রমাণ দিতে গিয়ে তদন্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, '৮৯ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী পরীক্ষায় ৮ম স্থান অধিকারী একজনকে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে; কিন্তু সে পরীক্ষায় ১ম ও ২য় স্থান অধিকারকে নিয়োগ দেয়া হয়নি।

এমন আরো অনেককেই কম নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এসব নিয়োগের জন্য নির্বাচনী বোর্ডের কোন সুপারিশ ছিল না।

এভাবে নিয়োগবিধির শর্ত উপেক্ষা করে স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নিয়ে শিক্ষক নিয়োগের জন্য প্রধান শিক্ষকই দায়ী। এজন্য প্রধান শিক্ষককে কৈফিয়ত তলব করা এবং কৈফিয়ত সন্তোষজনক না হলে প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের সুপারিশ করেছে তদন্ত কমিটি।

বরখাস্ত আইডিয়াল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ফয়জুর রহমানকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দেয়া হচ্ছে। নানা অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগে শিক্ষা মন্ত্রণালয় তাকে অব্যাহতি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী রোববার মন্ত্রণালয় থেকে ঢাকা শিক্ষা বোর্ড কর্তৃপক্ষের কাছে এ সম্পর্কিত এক নির্দেশনামা যাবে বলে মন্ত্রণালয়ের এক উর্ধ্বতন সূত্র জানিয়েছে। এ সম্পর্কে একটি চিঠি তৈরি হয়েছে বলে সূত্র জানায়।

আইডিয়াল স্কুলের প্রধান শিক্ষক ফয়জুর রহমান গতকাল বৃহস্পতিবার এক নির্দেশে আগামী শনিবার থেকে স্কুলের সকল কার্যক্রম অনির্দিষ্টকালের জন্যে বন্ধ ঘোষণা করেছেন। স্কুলের সকল অভিভাবক ও অভিভাবিকাদের কাছে তিনি স্কুল বন্ধের এই নোটিশ পাঠিয়েছেন। এতে বলা হয়েছে, স্কুলের নির্বাচিত কোন গভর্নিং বডি না থাকায় স্বাভাবিক কার্যক্রম চলছে না। তথাকথিত অভিভাবক পরিষদের নামে নানা বিভ্রান্তি ছড়ানো হচ্ছে স্কুল সম্পর্কে, এমনকি সন্ত্রাসীদের দিয়ে হুমকিও প্রদর্শন করা হচ্ছে।

প্রধান শিক্ষকের একক সিদ্ধান্তে স্কুল বন্ধ সম্পর্কে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা বলেন, তার স্কুল বন্ধ ঘোষণা নিয়ম বহির্ভূত হয়েছে।

এদিকে বার্ষিক পরীক্ষা চলাকালে হঠাৎ করে স্কুল বন্ধ ঘোষণা করে দেয়ায় প্রতি–ষ্ঠানের সাড়ে ৬ হাজার ছাত্রছাত্রী ও সংশ্লিষ্ট অভিভাবকবৃন্দ ভীষণ অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েছেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষক গতকাল রাতে ''সংবাদ''কে বলেন, সংকট দূর না হলে তিনি স্কুল চালু করবেন না। ছাত্রছাত্রীদের কোন পরীক্ষাও নেয়া হবে না।

উল্লেখ্য, প্রধান শিক্ষক ফয়জুর রহমান (৬৭) বর্তমানে চাকরির বর্ধিত মেয়াদে রয়েছেন। আগামী ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত তার চাকরির মেয়াদ রয়েছে।